দৈনিক সংবাদ

তারিখ 25 JUL 1989

পৃষ্ঠা 5 কলাম 2

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

৬৩

75

ঝিনাইদহ সরকারী কেসি কলেজ

শিক্ষকের অভাবে ছাত্রদের লেখাপড়া হচ্ছে না

ঝিনাইদহ, ২২শে জুলাই, (নিজস্ব সংবাদদাতা)।—ঝিনাইদহ সরকারী কেশবচন্দ্র কলেজটি বর্তমানে নানা সমস্যায় জর্জরিত। শিক্ষক ও অন্যান্য কর্মচারীর স্বল্পতার কারণে ছাত্রছাত্রীদের লেখাপড়া ব্যাহত হচ্ছে।

ঝিনাইদহ সরকারী কেশবচন্দ্র কলেজ জেলার সবচেয়ে প্রাচীন ও ঐতিহ্যবাহী কলেজ। ১৯৬০ সালের আগ পর্যন্ত এতদঞ্চলে কোন কলেজ ছিল না। কলেজে পড়ার জন্য ছাত্রছাত্রীদের যেতে হত কুষ্টিয়া অথবা যশোরে। ফলে গরীব ঘরের ছেলেমেয়েদের কলেজে পড়ার সুযোগ হত না। তদানীন্তন মহকুমা প্রশাসক খুরশিদ আনোয়ারের উদ্যোগ ও কেশবচন্দ্র পালের বদান্যতায় ১৯৬০ সালে মাধ্যমিক পর্যায়ে মানবিক ও বাণিজ্য বিভাগ নিয়ে কলেজটি শুরু হয়। দীর্ঘ ২৯ বছরে কলেজটি কেবলমাত্র একটি পূর্ণাঙ্গ ডিগ্রী কলেজেই রূপান্তরিত হয়নি, ১৯৮০ সালে কলেজটি সরকারীকরণও করা হয়। কিন্তু সরকারীকরণের দীর্ঘ ৯ বছর পরও কলেজটি সমস্যার আবর্তে নিপতিত।

কলেজটিতে ৫৬ জন শিক্ষকের পদ বরাদ্দ থাকলেও আছেন মাত্র ৩৫ জন। দীর্ঘদিন যাবৎ ২১ জন শিক্ষকের পদ শূন্য রয়েছে। এরমধ্যে মানবিক বিভাগে ১২ জন, বাণিজ্য বিভাগে ২ জন এবং বিজ্ঞান বিভাগে ৭ জন। দীর্ঘদিন ধরে কলেজটিতে কোন উপাধ্যক্ষ নেই। তাছাড়া ১ জন প্রদর্শন শিক্ষক, ১ জন গ্রন্থাগারিক, ১ জন অফিস সহকারী ও ১ জন ক্যাশ সহকারীর পদ দীর্ঘদিন ধরে খালি রয়েছে। শিক্ষকদের এ স্বল্পতার কারণে ছাত্র ছাত্রীদের লেখা পড়া চরমভাবে ব্যাহত হচ্ছে।